

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

মঞ্জু সরকার

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

মঞ্জু সরকার

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯৮

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

ফ্রন্ট এষ

বর্ণবিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

মা প্রিন্টিং প্রেস

১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ২৫০.০০

Srestho Kishoregolpo

By : Manju Sarkar

First Published : February 2024 by A K M Tariquul Islam Roni

Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 250.00

\$9

ISBN : 978-984-98741-0-2

তাম্রলিপি

উৎসর্গ
রহীম শাহ
প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

নিজের ভিতরে অদম্য কৌতূহলী কিশোরটির লক্ষ্যবাম্প টের পাই এখনও। তার নানা অভিযানে ভ্রমণের আনন্দ খুঁজি স্মৃতিতে ও কল্পনায়। সেই আনন্দ ও সামাজিক দায়বোধ থেকে লিখেছি ছোটদের উপযোগী বেশ কিছু উপন্যাস আর ছোটগল্প। তিনটি কিশোর গল্পগ্রন্থ থেকে বাছাই করা বারোটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো নির্বাচিত/শ্রেষ্ঠ গল্প। আশা করি এসব গল্প পাঠে দেশকাল ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের কিছু ক্ষুদে প্রতিনিধির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটবে এ কালের কিশোর বন্ধুদের।

লেখক

সূচিপত্র

ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা	১১
রাজাকার পালায়	১৮
বাবার মতো মুক্তিযোদ্ধা	২৫
বখাটে বকুল ও বঙ্গবন্ধু	৩১
বোবা মেয়েটি যা বলতে চেয়েছিল	৪৬
রাস্তা খোলার চাবি	৫৬
নবুর মাছ শিকার	৬৫
ছদ্মবেশী ভূত	৭২
রাজা	৮৩
আকালুর অদ্ভুত ক্ষমতা	৮৮
হারিয়ে যাওয়া রাসেল ও জরিণা	৯৬
মায়ের খোঁজে মিশু	১০৫

ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধের সময় শত্রুবাহিনীকে কাছে থেকে দেখার খুব শখ হয় বিলুর। শহরের রাস্তায় কার্ফু দিয়ে ওরা দৈত্য-দানোর মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। সাজোয়া গাড়িতেও অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। গায়ে জুপলি পোশাক, মাথায় হ্যালমেট, হাতে মেশিনগান। গুলি করার জন্য চারদিকে বাঙালি দুশমন খুঁজছে। যারা খুব কাছে থেকে দেখেছে ওদের, তাদের মধ্যে বিলুর বাবাও একজন। বাবার কাছে হানাদার বাহিনীর গল্প শুনেই তো বাড়ির সবাই ভয়ে অস্থির। তার ওপর বাড়িতে চুপচাপ লুকিয়ে থাকার সময় ওদের গাড়ি ও গুলির শব্দ বিলু নিজ কানেও শুনেছে একদিন। কিন্তু রাস্তায় ছুটে গিয়ে দেখার সাহস হয়নি।

শহরের বাসা ছেড়ে পালাবার সময়, শত্রুদের চোখে ধরা পড়ার ভয়ে বিলুরা বড় রাস্তাতেও ওঠেনি। অলিগলি পেরিয়ে গ্রামের ভেতরে ঢুকেছে। তারপর অনেকটা মেঠো পথঘাট ভেঙে রতনপুরে মামাবাড়ি। এই গড্ড গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হানাদার বাহিনীর সাজোয়া গাড়ি-ট্যাংক আসা সহজ নয়। তারপরও হঠাৎ ওদের হানা খাওয়ার ভয়ে তটস্থ গ্রামবাসী। শত্রুকে চোখে না দেখেও সবার মুখে মুখে খানসেনা মিলিটারির গল্প। প্রতিদিনই ওরা দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। মানুষ মেরে মেরে রক্তের নদী বইয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতা চায় বলে সব বাঙালিকে মেরে ওরা দেশটাকে শাস্ত্রান বানাবে। তারপর বাংলার মাটি-গাছ-ফসল এবং মানুষের সব সম্পদ দখল করে নেবে। এমনকি গাঁয়ের ছোট ছেলেরাও মিলিটারির অত্যাচারের গল্প এমনভাবে বলে, যেন নিজের চোখে দেখেছে। একটি বাড়িতে সব মানুষকে শিকলে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওরা। আগুনে পোড়া মানুষের চিৎকার শুনে নাকি গাঁয়ের সব পাখিরাও জেগে উঠে কিচিরমিচির শব্দ তুলে কেঁদেছে।

হানাদার বাহিনীর অত্যাচার শুধু গল্পগুজবের বিষয় হলেও রতনপুরে বিলুদের কোনো ভয় ছিল না। মিলিটারি এত দূরে আসবে না ভেবে মামাবাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে তারা। কিন্তু ওরা যে গ্রামের দিকেও হানা দিতে

শুরু করেছে, এ খবরকে আর গুজব ভাবার উপায় নেই। রতনপুর থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে স্টেশনের কাছে পাকিস্তান বাহিনী ক্যাম্প করেছে। বিলুর বড় মামাও নিজচোখে দেখে এসেছে মিলিটারির গাড়ি। শহর থেকে কয়েকটি গাড়ি বোঝাই করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে তারা। থানার কাছে ক্যাম্প করেছে। স্টেশনের কাছাকাছি গ্রামের এক হিন্দুবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই গাঁয়ের গেরস্তবাড়ির লোকজন রাতে বাড়িতে ঘুমায় না আর। হিন্দু পরিবারগুলো শুধু বাড়িঘর ছাড়েনি, শরণার্থী হওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে।

কাছাকাছি শত্রুদের ঘাঁটি হওয়ার খবর শুনে রতনপুরের মানুষ যখন ভয়ে অস্থির, বিলুর কাছে থেকে শত্রু বাহিনীকে দেখার পুরোনো শখটা জেগে উঠল আবার। সাইকেল চালিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই সে স্টেশনে যেতে পারবে। ওরা তো আর গ্রামের রাস্তায় কার্ফু দেয়নি। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবলে বিলুর তেমন ভয় করে না। কিন্তু বাড়িতে তার এই অদ্ভুত সাহস বা শখের কথা শুনলেও সবাই ভয়ে অস্থির হবে। বিলু তাই বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে, গ্রামে একজন উপযুক্ত সাথি খুঁজতে থাকে।

মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখার জন্য রতনপুরের দুটি ছেলে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গেছে। ওরা ইন্ডিয়ায় গিয়ে ট্রেনিং নেবে। তারপর অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবে। রেডিযোগে প্রতিদিন মুক্তিবাহিনীর কত বীরত্বের খবর হয়। প্রাণ হাতে নিয়ে দেশ স্বাধীন করার জন্য ওরা যুদ্ধ করছে। আহা, বিলুও যদি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হতে পারত! হতে চাইলেও উপায় নেই। বিলু এবার ক্লাস সেভেনে উঠেছে মাত্র। বয়স এখনো পুরো তের হয়নি। গ্রামের সমবয়সি ছেলেদের কাছে তবু প্রস্তাব করেছিল সে, চল, আমরাও ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাব। কেউ তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। উল্টো তাকে নানা ভয় দেখিয়েছে। একজন বাড়িতে এসে বিলুর মাকেও বলে দিয়েছে। মা কান্না শুরু করলে বিলু কথা দিয়েছে, মাকে ছেড়ে বিলু পালাবে না কোথাও।

শত্রুবাহিনীকে দেখার অভিযানে যাওয়ার জন্য বিলু অবশেষে ভজন নামে একটি ছেলেকে পায়। বিলুর চেয়ে এক ক্লাস নিচে পড়ে, কিন্তু বিলুর চেয়েও খুব সাহসী। বলামাত্র সে রাজি হয়ে যায়। তারপর দুজন ধানখেতের আলে বসে গোপনে শলাপরামর্শ করে। আগামীকাল সকালে দুটি সাইকেল নিয়ে তারা স্টেশনের দিকে যাবে। রাস্তায় যদি শত্রুরা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করে, ওরা সামনের স্কুলে যাওয়ার কথা বলবে। ছাত্র প্রমাণ দেওয়ার জন্য দুটি বইও রাখবে

সঙ্গে। বিলু শত্রুদের ধোকা দেয়ার জন্য দু'চারটা উর্দু কথাও মনে মনে ঠিক করে রাখে। কিন্তু পরদিন সকাল হওয়ার আগে রাতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে রতনপুর গাঁয়ে।

অভিযানের কথা ভাবতে ভাবতে বিলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে বাড়িতে ডাকাত-পড়া ভয় নিয়ে মা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। ঘুম ভাঙতেই ঘরে-বাইরে আতঙ্কিত মানুষের চাপা গলায় চিৎকার শোনে বিলু। হারিকেনের আলোয় মায়ের দিকে তাকিয়ে, ঘরে-বাইরে মানুষের ফিসফাস কথাবার্তা শুনে আসল ঘটনা বুঝতে দেরি হয় না তার। ডাকাত নয়, হানাদার বাহিনী গ্রামেও এসেছে। পাশের গ্রাম বয়রায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দাউদাউ আগুনে জ্বলছে বয়রা গ্রামের ঘরবাড়ি। মানুষের চিৎকার ছোটোছুটি শুরু হয়েছে। রতনপুরের মানুষ বাড়ি থেকেও দেখতে পাচ্ছে সেই আগুন। বিলুর হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার শখ মেটাতেই কি আল্লাহ ওদের এ গ্রামেও পাঠিয়ে দিলো? আগুন দেখার জন্য বিলু লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামে, ঘরের বাইরে ছুটে যায়।

বয়রা গ্রাম তো চেনেই সে। মামার বাড়ির পেছনের বেশ কিছু ফাঁকা জমি পেরুলেই বয়রা গ্রাম। মাঠের মাঝ দিয়ে গেলে পনের মিনিটেই যাওয়া যায়। ভজনদের বাড়িও তো বয়রাতেই। ঘরের পেছনে দাঁড়াতেই বয়রা গ্রামে জ্বলে ওঠা আগুনের আভা নয় শুধু, আগুনের লকলকে জিভও নজরে আসে। দেখার জন্য বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। এর আগে গ্রামের কোনো আগুন লাগা-বাড়ি দেখিনি সে। চাঁদনি না থাকলে গ্রামের রাত তো এমনিতেই মিশমিশে কালো। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে শত্রুবাহিনী যেন আকাশের দিকে বিশাল আগুনের গোলা ছুড়ছে। আগুন আর আঁধার ঘিরে চারদিকে কীরকম হিসহিস আওয়াজ হচ্ছে।

জেগে ওঠা মানুষের চাপা কণ্ঠের কথাবার্তাও কানে আসে। গাঁয়ে কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে আশপাশের সব মানুষ চিৎকার করে এগিয়ে যায়। কিন্তু আজ কেউ আগুন দেখতে ছুটে যাওয়ার সাহস পায় না। কারণ এই আগুনের পাশেই তো অন্ধকারে মিশে আছে শত্রুবাহিনী। বুম বুম আওয়াজ শুনে একজন বলে, ওই শোনের, ওরা গুলি চালাচ্ছে। আরেকজন জানায়, গুলি নয়, আগুনে ঘরের বাঁশ পুড়ে ফটফটাস আওয়াজ হচ্ছে। টিন খুলে পড়ছে ঝনঝন করে। আরেকজন বলে, ভালো করে শোনের, মানুষ কাঁদছে।

আওয়াজটা গুলির হোক আর কান্নার হোক, আগুন দেখে মিলিটারি আসার ধারণা কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। একজন রেডিয়োতে শোনা খবর নতুন করে শোনায়, ডিস্ট্রিক বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরেও ট্যাংক-কামান নিয়ে ছুটে গিয়ে ওরা অনেক গ্রামে আগুন দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ মেরেছে। ঠিক এ সময় বাইরের রাস্তায় ছুটে যেতে যেতে কে যেন টেঁচিয়ে সবাইকে সতর্ক করে, মিলিটারির গাড়ি রতনপুরেও ছুটে আসছে। বাঁচতে চাইলে বাড়ি ছেড়ে পালাও সবাই। পালাও! পালাও!

বিলুর বড় মামা সত্যমিথ্যে যাছাইয়ের জন্য রাস্তায় ছুটে যায়। অন্ধকারে বড় রাস্তায় দূর থেকে বড় মামা কী দেখে কে জানে, বাড়ির ভিতরে ছুটে এসে কাঁপা গলায় চিৎকার করতে থাকে। হায় আল্লাহ, রক্ষা করো। ওরা আমাদের বাড়িতেই প্রথম আগুন দেবে, আমি যে শেখ মুজিবের দল করি জেনে গেছে ওরা। ঘরবাড়ির মায়া ছাড়ো, বাড়ি ছেড়ে জলদি পালাও সবাই। বাঁচতে চাইলে নদীপাড়ের দিকে দৌড়াও সবাই, চরুয়া গ্রামে সহজে যেতে পারবে না ওরা।

মামার হুকুম শোনার আগেই লোকজন পালাতে শুরু করেছে। একজনের পিছে আরেকজন, বড়দের সঙ্গে ছোটরাও। বিলুর ছোট মামা অসুস্থ মামির হাত ধরে ও ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে নিয়ে মুহূর্তেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বিলুর বাবাও ঘরে ঢুকে স্যুটকেসটা নেয়। পালাবার জন্য স্যুটকেসটা রেডি করেই রেখেছিল মা। বিলুর ছোট ভাইবোন দুটিকে সঙ্গে নিয়ে মা বিলুকে খোঁজে। বিলু শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য গাঁয়ের লোকজনের দেখাদেখি বিছানার কাছে একটা লাঠি রেডি করে রাখত। তার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার শখ মেটাতে ভজনই এ লাঠিটা বানিয়ে দিয়েছিল তাকে। গতকালও বলেছিল, স্টেশনে মিলিটারি ক্যাম্প দেখতে যাওয়ার সময় সাইকেলের রডে এই রাইফেল দুটিও বেঁধে নেবে। ঘরে ঢুকে লাঠিটা হাতে নিয়েই বিলু, অন্ধকারে বাবা-মায়ের পিছু ছুটতে থাকে। নদীটা মামা বাড়ি থেকে দক্ষিণে, অন্তত দু'মাইল দূরে। মোঠো পথ দিয়ে যেতে হয়। মোঠো পথটায় নেমে বিলু অন্ধকারেও টের পায়, গ্রামের সবাই নদীর দিকে ছুটে পালাচ্ছে।

শহরের বাসা ছেড়ে পালাবার সময় দিনেরবেলা দেখে শুনে পালিয়েছে তারা। অন্ধকারে গাঁয়ের মানুষও যেন পশুপাখির মতো, ঝোপ-ঝাড় খেত-প্রান্তর পেরিয়ে শেয়ালের মতো দৌড়াচ্ছে সবাই। পাছে শত্রুরা তাদের পালালো টের পায়, এই ভয়ে ফিসফাস কথাও বলছে না কেউ। সুনসান

স্কন্ধতা ফুঁড়ে হঠাৎ পেছনে কারো আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়ায় বিলু। খানসেনারা কি কাউকে গুলি করে মারল? কিন্তু পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পায় না সে। দেখার জন্য একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে পড়ে, মেঠো রাস্তাটার ধারেই যেন কয়েকটা লম্বা মানুষ দাঁড়ানো। তাদের হাতে কি ওগুলো রাইফেল? ওরা কি তবে পিছে পিছে ছুটে আসছে?

বিলুর দম বন্ধ হয়ে আসে। গুলি খাওয়ার ভয়ে রাস্তার পাশের নিচু ধানখেতে বসে পড়ে সে। বিলু যুদ্ধের সিনেমা দেখে বুঝেছে, শত্রুর চোখে ধরা পড়ার ভয়ে সৈন্যরা মাটির ওপর শুয়ে পড়ে, ক্রলিং করে সামনে এগোয়। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে লুকিয়ে বিলুর মনে পড়ে, পালাবার আগে লোকজন বলাবলি করছিল, ট্যাংক আর সাজোয়া গাড়ি নিয়ে ওরা গ্রামের দিকে ধেয়ে আসছে। সিনেমায় ট্যাংকগুলোকে তো মাঠের মধ্য দিয়েও উঁচু-নিচু ব্যারিকেড পেরিয়ে চলতে দেখেছে সে। কিন্তু তাতে শব্দ হয়েছিল কিনা মনে নেই। বেশ কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকার পরও শত্রুবাহিনীর ছুটে আসার সাড়াশব্দ পায় না বিলু। আন্তে আন্তে মাথা তুলে পেছনের দিকে তাকায়। যে ছায়ামূর্তিগুলোকে অন্ধকারে লম্বা খানসেনা মনে হয়েছিল, সেগুলো আসলে রাস্তার ধারের কলাগাছ। আর রাইফেলগুলো কলাগাছের পাতা। বিলু লাঠিটা হাতে উঠে দাঁড়ায়। চারদিকে তাকিয়ে বাবা-মা এবং গাঁয়ের চেনাজানা মানুষজনকে চোখে পড়ে না। ওরা নদীর দিকে ছুটে গেছে নিশ্চয়। বিলুও নদীর দিকে ছুটতে থাকে।

অন্ধকারে অচেনা খেত-আল ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে, পথ চিনে চিনে ছুটে চলার উপায় নেই। মাথার ওপরে একইরকম তারাভরা আকাশ। নিজের চারদিকে একইরকম অন্ধকার দেয়াল। ছুটতে ছুটতে মনে হয়, যেকোনো মুহূর্তে ভয়ংকর বিপদ-আপদের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। তবে এতক্ষণে পরিচিত জোনাকিদের জ্বলানো চোখে পড়ে কিছুটা সাহস ফিরে পায় বিলু। গাঁয়ের নিঝুম রাতে যেমন ঝাঁঝ ডাকে, সেরকম আওয়াজ কানে আসে। বিলুর মা-বাবা ও পালালো মানুষগুলো অন্ধকারে মাঠে বা ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আছে, নাকি গাঁয়ের কোনো অচেনা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে?

একটা ডোবার পাশে গাছপালা ঘেরা ছোট একটা বাড়ি চোখে পড়ে। বাবা-মা তো আর বিলুর মতো দৌড়াতে পারবে না। নিশ্চয় ওই বাড়িতে গিয়ে উঠেছে ওরা। বিলু চারদিকে দেখে শুনে অচেনা বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢোকে। ভেতরে জনমানুষের কোনো সাড়া নেই। খড়ো চালের ঘর দুটির দরজা খোলা। বিলু এই

প্রথম কথা বলে, এ বাড়িতে কে আছেন? দু'তিনবার ডাকাডাকি করার পরও ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না। এ সময় খালি চালাঘরের নিচে চারপায়ের বড় একটা জম্বু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে নিজের অজান্তেই লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে বিলু। কালো জম্বুটা লেজ নাড়ছে, খসমস শব্দ হচ্ছে। বিলু এতক্ষণে গরুটাকে চিনতে পারে। গরুকে ফেলেই এ বাড়ির লোকজনও নিশ্চয় পালিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চারদিকে তাকাতেই আগুন-লাগা বাড়ির আগুনের আভা আকাশে দেখতে পায়। এখনো জ্বলছে। বিলু কি তবে দিকভ্রান্ত হয়ে দৌড়ে শত্রুবাহিনী আর আগুন ঘেরা বয়রা গ্রামের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে? উল্টো দিক হয়ে আবার জোরে ছুটতে থাকে সে।

নদী এবং নদীপাড়ের চরুয়া গ্রামগুলো তো আমার বাড়ি থেকে বেশ দূরে। বিলু একদিন মাত্র গিয়েছিল। বিরাট এক ধু-ধু প্রান্তর আর বিল পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বিলু এখন যে অন্ধকার প্রান্তর চিরে ছুটে যাচ্ছে, এটা কোন জায়গা ঠিক চিনতে পারে না সে। মাথার উপরে অসংখ্য মিটিমিটি তারা দেখে বুঝতে পারে না সে কোনদিকে ছুটেছে। উত্তরে না দক্ষিণে? অন্ধকার সমুদ্রে কোনো পরিচিত নিশানাও চোখে পড়ে না। হঠাৎ পায়ের মধ্যে ঠান্ডা কিছু একটার স্পর্শ পেয়ে লাফ দেয় সে। সাপ নাকি ব্যাঙ? কে তার পায়ে কামড় দিচ্ছে? বিলু দেখার চেষ্টা না করেই জোরে দৌড়াতে থাকে। একটা আলের মধ্যে হোঁচট খেয়ে নরম মাটিতে উল্টে পড়ে যায় সে। ধপাস আওয়াজ হয়। মরে যাচ্ছে ভেবে বিলু এবার ও বাবা গো, ও মা গো! – আর্তনাদ করে। কিন্তু তার ডাক নিজের কানে ছাড়া আর কেউই শুনতে পায় না। মাটিতে পড়ে গিয়ে বিলু নরম কাদা-মাটি আর কচুরি পানার স্পর্শ পায়। বুঝতে পারে, সে আসলে একটা বিলের ধারে এসেছে। কিন্তু কোন বিল এটা? বিলু আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিলু বুঝতে পারে, পালাতে গিয়ে সে আসলে অচেনা এক আঁধার জগতে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে, গাঁয়ের লোকজনের কাছে শোনা ভূতের গল্প। এই গ্রামেও নানারকম ভূত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও নিশ্চয় ওরা আছে। রাতে বিলে মাছ ধরতে এসেছিল একটা লোক। তাকে নিশা ভূতে ধরেছিল। সারারাত তাকে অন্ধকার প্রান্তরে চরকির মতো ঘুরিয়ে বিলের কাদাপানিতে মাথা চেপে মেরে ফেলেছিল। বিলুকে আজ কি তবে সেই নিশা ভূতে ধরেছে? বিলু মুখে হুম-হাম আওয়াজ তুলে বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে। যেন ভূতের সাথে এফুনি যুদ্ধ করবে। লাঠিটা অন্ধকারে ঘুরিয়ে মাটিতে আঘাতও করে।